যায়যায়দিন

তারিখ AUG 11 2006
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

শিক্ষক ও ক্লাসরুম ছাড়াই চলছে চবির ৪ বিভাগ

আল আমিন দেওয়ান চবি প্রতিনিধি

ন্যূনতম অবকাঠামো ও কোনো শিক্ষক নিয়োগ ছাড়াই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৫-০৬ সেশনে চালু করা হয়েছে মনোবিজ্ঞান বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ। কাগজ-কলমে দৃশ্যমান এ বিভাগে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা তাদের বিভাগটির খোঁজে এসে এখন হতভম্ব। নামমাত্র বিভাগীয় সভাপতি ছাড়া তাদের নেই কোনো শিক্ষক, নেই কোনো ক্লাসরুমও।

এদিকে গত দু'সেশন ধরে চালু হওয়া জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগও চলছে যেনতেনভাবে। এ বিভাগ দুটির অস্থায়ী ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ভবন নির্মাণের সময় তৈরি করা প্রজেক্ট অফিস এবং বাণিজ্য অনুষদের দুটি কক্ষ। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত এ দুটি বিভাগে মাত্র একজন করে শিক্ষক ছিলেন।

অন্যদিকে ফার্সি বিভাগে ১০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করে শিক্ষকের অভাবে তাদের আরবি অথবা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে চলে যেতে বলা হয়েছে।

বিভাগীয় সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ৫৭ জন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩৪ জন এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগে ১০ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এসব বিভাগের অনেক শিক্ষার্থীই ক্ষোভ প্রকাশ করে জানালেন, বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষা সরঞ্জাম নেই, শিক্ষক নেই, সেমিনার হল নেই, লাইব্রেরি থাকলেও পর্যাপ্ত বই নেই। শিক্ষার মান নিয়ে আমরা নিজেরাই হতাশ।

ফলে প্রশ্ন এসেছে, নতুন বিভাগ চালুর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও শিক্ষক নিয়োগের শর্ত পূরণ না করেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে কিভাবে এ বিভাগগুলো চালুর অনুমতি পেল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে মনোবিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমতি আসে প্রায় আট বছর আগে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. এম ইমদাদুল হক বলেন, অপ্রয়োজনীয় জায়গায় পদ সৃষ্টি করে লোক নিয়োগ দেয়া হয়। অথচ আমার এ বিভাগটি গত এক বছর ধরে আমি একাই চালিয়ে আসছি। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে মাত্র তিনজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। একজন সেকশন অফিসার পর্যন্ত দেয়া হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির সচিব এম ইদ্রিছ মিয়া জানান, বিভাগগুলো দ্রুত খোলার জন্য কোনোভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মঞ্জুরি কমিশন থেকে অনুমতি নিয়ে আসে। পরে খুবই ধীরে অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলে। পর্যাপ্ত বাজেটের অভাবে এ বিভাগগুলোর উন্নয়ন করা এখনো সম্ভব হয়নি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম বদিউল আলম এ বিষয়ে বলেন, কোনো অবকাঠামো ও বিভাগের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত না করেই এ বিভাগগুলো আগের প্রশাসন কিভাবে চালু করলো তা জানা নেই। কাজটি ঠিক হয়নি।

ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ছাত্র যখন ভর্তি করেই ফেলেছে কিছু একটা তো করতে হবে। আমি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছি।